BLAST

Sweden
Sverige

Save the Children
100 YEARS

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের সংক্ষিপ্তসার ও প্রাসঙ্গিক নীতিমালা সমূহ

নির্যাতন শাস্তি বা ভয় নয়

শিশুকে দিব
নিরাপদ ও
প্রশান্তির বলয়

... এই হোক আমাদের অঙ্গীকার

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। সারা দেশে ২৫টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিপরামর্শের অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে।

সেভ দ্য চিলড্রেন পৃথিবীব্যাপী শিশুদের জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। সংস্থাটি বর্তমানে ১২০ টিরও বেশী দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশে ১৯৭০ সাল থেকে শিশুদের সহায়তার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি শিশু দারিদ্র, শিশু সুরক্ষা, শিক্ষা, নীতি অধিকার ও সুশাসন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও এইচ আইভি/এইডস এবং দূর্যোগ মোকাবেলায় দেশের ৬৪ টি জেলায় সরকার, সুশীল সমাজ, নেটওয়ার্ক এবং মিডিয়ার সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রকাশক
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০,
ফোন : ০২-৮৩৯১৯৭০-২, ফ্যাক্স: ০২-৮৩৯১৯৭৩,
ই-মেইল : mail@blast.org.bd, ওয়েব : www.blast.org.bd

সহায়তায়
সেভ দ্য চিলড্রেন

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা
সারা হোসেন
মাহবুবা আক্তার
মোস্তফা জামিল
অ্যাড. শিহাব আহমেদ সিরাজী
ফারজানা ফাতেমা
পুনম চক্রবর্ত্তী

অনুবাদ
ড. আব্দুল্লাহ আল ফারুক
আরাফাত হোসেন খান

কভার ফটোগ্রাফি ও ডিজাইন
অ্যাড. শিহাব আহমেদ সিরাজী

ইনার ফটোগ্রাফি
মুসলিমা জাহান

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১২
দ্বিতীয় প্রকাশ আগষ্ট ২০১৩
তৃতীয় প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪
চতুর্থ প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৬
পঞ্চম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৯

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান
এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যে কোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যে কোন অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০২

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে প্রদত্ত রায়ের সার-সংক্ষেপ ০৩

শারীরিক শাস্তির নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ০৬

শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ০৭

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে পরিপত্র-১ .....১০

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে পরিপত্র-২ .....১১

ব্লাস্ট-এর জেলা অফিসসমূহের ঠিকানা ১৩

সম্পাদকীয়

প্রত্যেক শিশু তার বাবা-মায়ের নয়নের মনি। তারপরও বাবা-মা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন সময় শাস্তি প্রদান করে এমনকি এই শারীরিক শাস্তির নামে শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক এমন ভয়ংকর শাস্তি প্রদান ও নির্যাতন করা হয় যা কখনই কাম্য নয়।

২০১০ এর শুরুতে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা শারীরিক শাস্তির শিকার হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি (প্রহার, বেত্রাঘাত ইত্যাদি) মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে আদালতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৮ জুলাই ২০১০ইং একটি রিট পিটিশন দায়ের করে (রিট পিটিশন নং-৫৬৮৪/২০১০)। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি উক্ত রিট পিটিশনের রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি শিশুদের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে এবং তা নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭,৩১,৩২,৩৫ (৫) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

মামলা দায়েরের পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯ আগষ্ট ২০১০ ইং তারিখ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং তারিখ পরিপত্র জারী করে যা এই প্রকাশনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি পরর্বতীতে আদালতের রায় অনুযায়ী গত ২৫ এপ্রিল ২০১১ ইং তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১১" জারি করে। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালাটিতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং নীতিমালা পরিপন্থী কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১২ মে ২০১৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি করে, যা এই প্রকাশনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রায় বাস্তবায়নে ব্লাস্ট, সেভ দ্য চিলড্রেন এর সহায়তায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসী করছে। এছাড়া বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বক্ষেত্রে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে সভা, গণশুনানী, মেলা, ক্যাম্পেইন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের ও তথ্য অধিকার আইনে আবেদনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২০১১ সালে বাংলাদেশে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদানকৃত রায়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রায়ের যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ। উক্ত বিষয়ে বিদ্যমান সুরক্ষাসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়াই আমাদের এই প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য।

সেভ দ্য চিলড্রেন

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের সংক্ষিপ্তসার

ব্লাস্ট এবং আস্‌ক বনাম বাংলাদেশ

(৬৩ ডিএলআর ৬৪৩)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বাংলাদেশে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং আনন্দের সাথে শিক্ষা প্রদানই ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা বিকাশে সাহায্য করে। এ কারণে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা প্রত্যেকটি শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। শারীরিক ও মানসিক শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের বহুল প্রচলিত যে ধারা চলে আসছে তা কোনভাবেই যেমন একজন শিক্ষার্থীর কাম্য নয় ঠিক তেমনি শিক্ষকদেরও শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। তার পরেও যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে **অগ্রহনযোগ্য** আচরণ করে, তাহলে তার অভিভাবককে ডেকে এনে বিষয়টির সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করা **গ্রহনযোগ্য নয়**।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে শিক্ষার পরিবেশ যেমন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধ করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এ ছাড়া শিশু আইন **২০১৩** অনুযায়ী, ৯ বছর বয়স পর্যন্ত কোন শিশুকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৩ জানুয়ারি ২০১১ ইং তারিখে জনস্বার্থে দায়ের করা একটি রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল এবং মাদ্রাসায় সব ধরনের শারীরিক শাস্তি অসাংবিধানিক ও মানবাধিকারের লংঘন ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। বিচারপতি মোঃ ইমান আলী ও বিচারপতি মোঃ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেন। এই রায়ে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক দ্বারা কোন রকম শারীরিক শাস্তি অথবা নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ শিশু শিক্ষার্থীদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লংঘন করে। বিশেষ করে তা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ২১শে এপ্রিল ২০০৮ ইং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিশুদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, কঠোরতা ও তিরস্কারসহ সব ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় এ বিষয়ে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে একটি পরিপত্র জারি করেন।

কিন্তু বিগত তিন বছরে সংবাদপত্র সূত্রে দেখা যায়, মোট ২৪৫ জন শিশু স্কুল শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ছেলে ১৪১ জন ও মেয়ে ১০৪ জন। জানুয়ারি ২০১০ থেকে স্কুলের শিশুদের প্রতি নির্যাতনের হার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের এই ক্রমবর্ধমান শারীরিক নির্যাতন এবং তা প্রতিরোধে সরকারের ক্রমাগত ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৮ই জুলাই ২০১০ একটি রীট পিটিশন দায়ের করে (রীট পিটিশন নং-৫৬৮৪/২০১০)। এই রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সাংবিধানিক ও আইনগত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে কেন অসাংবিধানিক ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না- মর্মে রুল জারি করেন। সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে কেন নির্দেশনা প্রদান করা হবে না, সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশনাগুলো হলো-

১. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণ এবং এর কার্যকারিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

২. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতে প্রেরণ;

৩. ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন যে অপরাধ, সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং বেতারে তথ্য প্রচার করা;

৪. শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

রায়ে আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশনা সমূহ প্রদান করেছেন :

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা তৈরি করে তার সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) রুলস ১৯৮৫-তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির বিষয়টি 'অসদাচরণ' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বেত্রাঘাত করা, আটকে রাখা, প্রহার করা, চুল কেটে দেওয়া, শিকল দিয়ে আটকে রাখাসহ এ ধরনের শাস্তি অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. স্কুল ও মাদ্রাসা পরিদর্শনের মধ্যে সব প্রকার শারীরিক শাস্তি, এ-সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশাপাশি ভিকটিমের নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে।

৪. এ ধরনের তদন্তের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং ভিকটিমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. এসব নির্দেশনা সুষ্ঠুভাবে পালন হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি জাতীয় কমিশন বা কমিটি গঠন করতে হবে।

৬. জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারের অধীনে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।

৭. জাতীয় মনিটরিং কমিটি কর্তৃক কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, প্রতি ছয় মাস পর পর সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আদালতে পেশ করবে।

৮. সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির ঘটনা ঘটেছে কি না এবং কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা তদারকির জন্য একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দিতে হবে।

এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মাদ্রাসাসহ সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে প্রশাসনিক আদেশ জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৬ই আগস্ট ২০১০ ইং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডকে ইতিমধ্যে স্কুলগুলোতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনসহ কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানিয়ে দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করতে বলে। তাছাড়া অবিলম্বে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসাসহ) সার্কুলারের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথাও বলা হয়।

এছাড়া, শারীরিক শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত অপরাধের সাথে জড়িত শিক্ষকদের কোন কোন বিধিমালা ও আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা যাবে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়।

উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২১ এপ্রিল ২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১' জারি করে (সংযুক্ত)। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। নীতিমালাটিতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং নীতিমালা পরিপন্থী কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

নীতিমালার আওতায় ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার কাজ চালাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্র ও নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও শারীরিক শাস্তির কুফল সম্পর্কে জানাবেন। পরিচালনা পর্ষদ শাস্তি বন্ধের পদক্ষেপ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে। এতে পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষা প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তদারকি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

অহেতুক অভিযোগ এড়াতে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নীতিমালায়। এ ছাড়াও শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রতিরোধের বিষয়ে শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

শিশুর প্রতি সহিংসতা কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ?

বাংলাদেশের আইনে শিশুর প্রতি যেকোন ধরনের সহিংসতাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

শিশুকে শারীরিক নির্যাতন করা বা লাঞ্ছিত করা বা নিপীড়ন করার শাস্তি সম্পর্কে শিশু আইন কি বলে?

শিশু আইন ২০১৩ অনুসারে, শিশুদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা, নিপীড়ন করা, সহিংসতা, মারধর, গালিগালাজ বা অমর্যাদাকর আচরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব অপরাধ করলে আইনে যেসব শাস্তি আছে তা নীচের তালিকায় দেখানো হলো-

শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরন - ১	শাস্তির ধরন	সংশ্লিষ্ট
যদি কোন শিশু কোন ব্যক্তির (পিতামাতা, আত্মীয়, আয়া, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, বিদ্যালয় বা মাদ্রাসার শিক্ষক, দিবাযত্ন কেন্দ্র ইত্যাদি) হেফাজতে থাকা অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দ্বারা নিপীড়ন, নির্যাতন, অবহেলা, অনিরাপদ অবস্থায় ফেলে রাখা, ব্যক্তিগত ফাই-ফরমায়েশ খাটানো অথবা অশ্লীলভাবে উপস্থাপনের শিকার হন এবং এ কারণে শিশুটি দুর্ভোগে পড়েন অথবা তার কোন ক্ষতি (দৃষ্টিশক্তি হারানো, শ্রবণশক্তি হারানো, শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি, মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার) হলে এসব অন্যায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।	অপরাধের ধরন অনুযায়ি ৫ বছর পর্যন্ত জেল অথবা এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উপরের দুটো দন্ডই একত্রে দেয়া হতে পারে।	শিশু আইন ২০১৩ (সংশোধনী ২০১৮)

শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইনসেল
www.moedu.gov.bd

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-৪৫১

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪১৭ ব:
০৯ আগষ্ট ২০১০খ্রি:

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সরকারি-বেসরকারি কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও পাঠ শিক্ষণে অবহেলা বা অন্যবিধ কারণে অমানবিক ও নির্মম শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমে এ ধরণের সংবাদ প্রায়শঃই প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

ছাত্র/ছাত্রীদের সু-শিক্ষার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা একজন শিক্ষকের দায়িত্ব। শারীরিক শাস্তি প্রদানে শিক্ষার্থীর বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কাংখিত শিখন ফল অর্জন করা সম্ভব নয়। শারীরিক শাস্তি প্রদান এ কারণে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হওয়ায় এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলো:

০১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো;
০২. শারীরিক শাস্তি প্রদান অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে;
০৩. জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন; শারীরিক শাস্তি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ১৮৬০, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;
০৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
০৫. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকগণকে চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
০৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরিদর্শকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শণকালে শারীরিক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এ বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।

বিতরন ঃ
সদয় কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (তাঁকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়টি অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৫। জেলা প্রশাসক ----------(সকল)
৬। উপ-পরিচলেক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/সিলেট/বরিশাল/রংপুর
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার ----------(সকল)
৮। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৯। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ---------- (সকল)

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-৪৫১

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪১৭ ব:
০৯ আগষ্ট ২০১০খ্রি:

অনুলিপিঃ
সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম)
আইন কর্মকর্তা (উপ-সচিব)
ফোন ঃ ৯৫৬৩৫১৬

শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইনসেল

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১.

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা–২০১১।

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিপকর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তির ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকবে এবং শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। তাই সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:-

০২। নীতিমালার শিরোনাম।- এই নীতিমালা "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারিরীক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা–২০১১" নামে অভিহিত হবে।

এই নীতিমালায়-

(ক) "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"বলতে –
সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন–মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) সহ অন্যান্য সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে বুঝাবে।

(খ) "শিক্ষক" বলতে উপানুচ্ছেদ "ক"এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-কে বুঝাবে।

(গ) "শিক্ষার্থী" বলতে উপানুচ্ছেদ "ক" এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা গ্রহণকারী সকল ছাত্র ছাত্রীকে বুঝাবে।

(ঘ) "কর্মকর্তা ও কর্মচারী" বলতে উপানুচ্ছেদ 'ক' এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে বুঝাবে।

(ঙ) "শাস্তি" বলতে কোন ছাত্র-ছাত্রী-কে 'ঙ' (১) ও 'ঙ' (২)-এ বর্ণিত শারীরিক কিংবা মানসিক শাস্তি-কে বুঝাবে।

১) শারীরিক শাস্তি:

শারীরিক শাস্তি বলতে যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে যে কোনো ধরণের দৈহিক আঘাত করাকে বুঝাবে। যেমন-

(ক) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে হাত-পা বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা/বেত্রাঘাত করা;
(খ) শিক্ষার্থীর দিকে চক/ডাস্টার বা এ জাতীয় যে কোনো যে কোনো বস্তু ছুঁড়ে মারা;
(গ) আছাড় দেয়া ও চিমটি কাটা;
(ঘ) শরীরের কোনো স্থানে কামড় দেয়া;
(ঙ) চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেয়া;
(চ) হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে পেন্সিল চাপা দিয়ে মোচড় দেয়া;
(ছ) ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়া;
(জ) কান ধরে টানা বা উঠবস করানো;
(ঝ) চেয়ার, টেবিল বা কোন কিছুর নীচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাটুগেরে দাঁড় করে রাখা;
(ঞ) রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা;
(ট) ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) মানসিক শাস্তি:

কোন শিক্ষার্থীকে শ্রেণী কক্ষে এমন কোন মন্তব্য করা যেমন: মা-বাবা/বংশ পরিচয়/গোত্র/বর্ণ/ধর্ম ইত্যাদি সর্ম্পকে অশালীন মন্তব্য করা, অশোভন অঙ্গভঙ্গী করা বা এমন কোনো আচরণ করা যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

০৩। কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষা পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারী পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ২(ঙ)(১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন আচরণ করবে না যা শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। ২(ঙ) (১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে এর অপরাধসমূহের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। উক্তরূপ অভিযোগের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৪। অনুচ্ছেদ ০২ এর (খ) ও (ঘ)-এ বর্ণিত ব্যক্তি যাদের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ কিংবা সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ প্রযোজ্য নয়, তারা অনুচ্ছেদ ০২ এর (ঙ) (১) ও (২)-এ বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৫। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ব্যবস্থাপনা কমিটি/শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/স্থানীয় প্রশাসন/শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড সমূহকে একযোগে প্রচারনামূলক কাজ করতে হবে।

০৬ । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক-কর্মচারীগণের করণীয়:

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র এবং প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট সকল-কে শারীরিক শাস্তির কুফল সর্ম্পকে অবহিত করবেন;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন;

(ঙ) ছাত্র ছাত্রীদেরকে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম বর্হিভূত শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করানো যাবে না;

(চ) ছাত্র ছাত্রীদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে উৎসাহিত করা যাবে না;

(ছ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রকৃতি সর্ম্পকে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে যাতে অহেতুক অভিযোগ উত্থাপিত না হয়;

(জ) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দপ্তর, অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন;

(ঝ) শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও আর্কষণীয় ও আনন্দময় করার জন্য পাঠদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে;

০৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

০৮। সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

০৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং এ ধরণের কাজ-কে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় আরও আগ্রহী/উৎসাহিত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে এবং দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

১০। এ নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাঃ/-
২১/৪/২০১১
(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

নং: ৩৭.০৩১.০০৪.০২.০০.১৩৪.২০১০-১৫১(১৯)

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরনঃ
কার্যার্থেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক/ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন/ মাদরাসা ও কারিগরী), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা(তাঁর অধীনস্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
৪। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ কুমিল্লা/ যশোর/ সিলেট/ বরিশাল/ দিনাজপুর/ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালাটি ব্যাপক প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধকরা হলো)
৫। উপ-সচিব (মাধ্যমিক/কলেজ/অডিট/মাদরাসা/কারিগরি/উন্নয়ন-১,২,৩,৪/শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা,ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/রংপুর অঞ্চল

অনুলিপি;
অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রির একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(উত্তম কুমার মন্ডল)
উপ-সচিব (অডিট)
ফোন ৭১৬৪৩৩৬

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
বিদ্যালয়-২ শাখা

স্মারক নং: প্রাগম/বিদ্যা-২/রিট-১/২০০৬-৫৮১

৭ আশ্বিন ১৪১৭ ব:
তারিখঃ ----------
২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রি:

পরিপত্র

বিষয়: প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

দেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ৫-১০ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত। এ বয়সের শিশুরাই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু আগামী দিনের সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নদূত।

০২. লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, সরকারি/বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষক কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও পাঠ শিক্ষণে অবহেলা বা অন্যবিধ কারণে শিক্ষক কিংবা অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক অমানবিক ও নির্মম শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ প্রায়শঃই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। শিশুদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টি দেশের প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা একজন আদর্শ শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব। শারীরিক শাস্তি প্রদান কিংবা মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করলে শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে শিশুর উপর বিভিন্ন মনোদৈহিক বিরূপ ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

০৩. প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান কিংবা মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করার বিষয়টি অনতিবিলম্বে বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হওয়ায় এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো:

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ করা হলো;

(খ) প্রাথমিক শিশু শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান অসদাচরন (Misconduct) হিসেবে গন্য করা হবে;

(গ) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শারীরিক শাস্তি প্রদানকারীগণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ১৮৬০, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং ক্ষেত্র মতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্টগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক/মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

(ঙ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক/মানসিক শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকগণকে চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করবে;

(চ) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনকালে শারীরিক/মানসিক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি পর্যবেক্ষন করবেন এবং এ বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
২২/০৯/২০১০
(আবু আলম মোঃ শহিদ খান)
সচিব

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
বিদ্যালয়-২ শাখা

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৩১.০২৭.১৬-৩১০

তারিখ ঃ ২৯ বৈশাখ ১৪২৩ / ১২ মে ২০১৬

পরিপত্র

বিষয়ঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত সম্ভাবনা ও উদ্যমের অধিকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিদ্যালয়কে শিশু-বান্ধব এবং শিশুদের দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক ও শারীরিক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কোনো সুযোগ নেই।

০২. লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারি/বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও পাঠ শিক্ষণে অবহেলা বা অন্যবিধ কারনে শিক্ষক কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অমানবিক ও নির্মম শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিশুদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টি দেশের প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া মানসিকভাবে লাঞ্ছিত শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং শিশুর উপর বিভিন্ন মনোদৈহিক বিরূপ ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

০৩. প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান কিংবা মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করার বিষয়টি অনতিবিলম্বে বন্ধ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো:

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো;

(খ) শিক্ষার্থীদের উপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি অসদাচরণ (Misconduct) হিসেবে গণ্য হবে;

(গ) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শারীরিক শাস্তি প্রদানকারীগণের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রমতে দন্ডবিধি, ১৮৬০, শিশু আইন, ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অথবা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধে বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক শ্লোগান সম্বলিত পোষ্টার, ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক তা সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(চ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক/মানসিক শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকগণকে চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ছ) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের উপর শারীরিক/মানসিক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন এবং এ বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন;

(জ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের সময় নিয়োগপত্রে বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থীদের উপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান/নির্যাতন করা যাবে না মর্মে শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এ মর্মে নিয়োগকালে শিক্ষকদের নিকট হতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে;

(ঝ) বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভাসহ প্রতিটি উপজেলায় প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধকরণ সংক্রান্ত পরিপত্রের দিক নির্দেশনাসহ সরকার কর্তৃক জারিকৃত এতদসংক্রান্ত অপরাপর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন হচ্ছে কীনা- সে বিষয়ে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১২/০৫/২০১৬
(মোঃ হুমায়ুন খালিদ)
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৩১.০২৭.১৬-৩১০

তারিখ ঃ ২৯ বৈশাখ ১৪২৩ / ১২ মে ২০১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল দপ্তর/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২. মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার..... (সকল)।
৬. বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
৭. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।
৮. সুপারিনটেনডেন্ট, ... পিটিআই (সকল)।
৯. উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।
১০. অফিস কপি।

(জাজরীন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যা-২)
ফোনঃ- ৯৫৭৭২৫৫

আইন সহায়তার জন্য ব্লাস্টের শাখা অফিস সমূহে আপনি যোগাযোগ করুন

বরিশাল
বার এসোসিয়েশন (২য় তলা), বরিশাল।
ফোন ঃ ০৪৩১-৬২৮০৫, ইমেইলঃ barishalunit@blast.org.bd

বগুড়া
খাজা বাড়ী (জেলা পরিষদের পেছনে) নীচ তলা, বগুড়া।
ফোন ঃ ০৫১-৬১৮৫০, ইমেইলঃ boguraunit@blast.org.bd

চাঁদপুর
৯৩০ চিশতি কটেজ (৩য় তলা), ইব্রাহীম বি.টি রোড, ষোলঘর, চাঁদপুর। ফোন ঃ ০১৭৩৪৬৯৩৭৫১, ইমেইল ঃ avcb@blast.org.bd

চট্টগ্রাম
আশফী রঙ্গন টাওয়ার (৩য় তলা), আদালত বিল্ডিংয়ের বিপরীত পার্শ্বে, ৪৫ আব্দুর রহমান সড়ক, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৩০৫৭৮
ইমেইল ঃ chattogramunit@blast.org.bd

কক্সবাজার
প্রশান্তি ভবন, ফ্ল্যাট ৪বি (৩য় তলা), ২৮১/এ উত্তর রুমালিছড়া (বিপরীত পার্শ্বে ইনকাম ট্যাক্স অফিস) খুরুসকুল রোড, ডাক্তার মাথা, কক্সবাজার। ফোন ঃ ০১৭১৭-৯৩৩৯৬৬
ইমেইল ঃ avcb@blast.org.bd

কুমিল্লা
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা), জজ আদালত, বার মসজিদ মেস বিল্ডিং, কুমিল্লা। ফোন ঃ ০৮১-৬৬৯৪৪
ইমেইল ঃ cumillaunit@blast.org.bd

ঢাকা
৫১/১২ জনসন রোড (৩য় তলা), আজাদ সিনেমা হলের পার্শ্বে, ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ০২-৭১৭২১৯২
ইমেইল ঃ dhakaunit@blast.org.bd

দিনাজপুর
স্কাই ভিউ (নীচ তলা), ঈদগাঁ বস্তি, পুলিশ কোর্টের দক্ষিনে, দিনাজপুর। ফোন ঃ ০৫৩১-৬৫২৭৯
ইমেইলঃ dinajpurunit@blast.org.bd

ফরিদপুর
আইনজীবী সহকারী সমিতি ভবন (২য় তলা), কোর্ট চত্বর, ফরিদপুর। ফোন ঃ ০৬৩১-৬৫৭৬৬
ইমেইল ঃ faridpurunit@blast.org.bd

গাজীপুর
এফ-৯/৩, হৃদয় ভিলা, উত্তর রাজবাড়ী, পানির ট্যাংকি, গাজীপুর সিটি করপোরেশন, গাজীপুর-১৭০০। ফোনঃ ০১৭৭৭-৫৫১৫০৩
ইমেইল ঃ bpas.gazipur@blast.org.bd

যশোর
৩২ মজিব সড়ক (৪র্থ তলা), প্রেস ক্লাবের দক্ষিন পার্শ্বে, যশোর।
ফোন ঃ ০৪২১-৬৭৬৭৪, ইমেইল ঃ jashoreunit@blast.org.bd

খুলনা
বার এসোসিয়েশন মধ্য ভবন (২য় তলা), কোর্ট রোড, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৮১২৭০২ ইমেইল ঃ khulnaunit@blast.org.bd

কুষ্টিয়া
বার এসোসিয়েশন বিল্ডিং (৩য় তলা), কুষ্টিয়া।
ফোন ঃ ০৭১-৬১৩৮১, ইমেইল ঃ kushtiaunit@blast.org.bd

ময়মনসিংহ
শহীদ এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভবন (নীচ তলা) জেলা বার এসোসিয়েশন, ময়মনসিংহ। ফোন ঃ ০৯১-৬৪১৯৭
ইমেইল ঃ mymensinghunit@blast.org.bd

নোয়াখালী
বার এসোসিয়েশন বিল্ডিং (২য় তলা) জজ কোর্ট রোড, নোয়াখালী।
ফোন ঃ ০৩২১-৬১৬৬৩, ইমেইল ঃ noakhaliuit@blast.org.bd

পাবনা
বার এসোসিয়েশন বিল্ডিং (২য় তলা), পাবনা।
ফোন ঃ ০৭৩১-৬৬৪৬০, ইমেইল ঃ pabnaunit@blast.org.bd

পটুয়াখালী
বার এসোসিয়েশন বিল্ডিং (২য় তলা), পটুয়াখালী।
ফোন ঃ ০৪৪১-৬৪০৯৪, ইমেইল ঃ patuakhaliunit@blast.org.bd

রাজশাহী
বার এসোসিয়েশন, নতুন ভবনের ২য় তলা (পূর্ব পার্শ্বে) রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী। ফোন ঃ ০২৪৭-৮১১৫৩৩
ইমেইল ঃ rajshahiunit@blast.org.bd

রাঙ্গামাটি
নিউ কোর্ট রোড, হ্যাপির মোর (২য় তলা), বনরুপা, কোতয়ালী, রাঙ্গামাটি।, ফোন ঃ ০৩৫১৬৩৫০৯
ইমেইল ঃ rangamatiunit@blast.org.bd

রংপুর
বার এসোসিয়েশন বিল্ডিং (২য় তলা), রংপুর।
ফোন ঃ ০৫২১-৬১০৬২, ইমেইল ঃ rangpurunit@blast.org.bd

সুনামগঞ্জ
সৈকত ৩, দক্ষিন আরেফিন নগর, সুনামগঞ্জ।
ফোন ঃ ০১৭১১-২৭৭০৪২ ইমেইল ঃ bpas.sunam@blast.org.bd

মৌলভীবাজার
জম জম হাউজ, দরগা মহল্লা, আবু তাহের লিংকরোড, চুবড়া, মৌলভীবাজার সদর-৩২০০।

সিলেট
বার এসোসিয়েশন বিল্ডিং (৩য় তলা), সিলেট।
ফোন ঃ ঃ ০৮২১-৮১৩৩০১, ইমেইল ঃ sylhetunit@blast.org.bd

টাঙ্গাইল
নাজমা গার্ডেন, বাসা নং-১, রোড-৩, ব্লক-জি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোড, সাবালিয়া, টাঙ্গাইল। ফোন ঃ ০৯২১-৬২২০৭
ইমেইল ঃ tangailunit@blast.org.bd

বিশ্ববিদ্যালয় ল' ক্লিনিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল ঃ dhakaclinic@blast.org.bd

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আইন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোন ঃ ০১৭৪৬০৮৪০৩৪
ইমেইল ঃ jahangirnagarclinic@blast.org.bd

কমিউনিটি ল' ক্লিনিক

গোপীবাগ
৮৯/৩/১ (৪র্থ তলা), আর.কে মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২-৭৫৫২৭৭৬
ইমেইল ঃ gopibagclinic@blast.org.bd

ওয়ান স্টপ সেন্টার

মহাখালী, কড়াইল
বাড়ী নং. খ/১০২, ১নং ইউনিট, কড়াইল, ঢাকা ১২১৩।
ফোন ঃ ০১৮৪৭-১৩০৪৬৭

ভাষানটেক, মিরপুর
বাসা নং-১, নগর চেয়ারম্যান গলি, ভাষানটেক, মিরপুর।
ফোন ঃ ০১৮৪৭-১৩০৩২৪

কোন শিশুকে সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হতে দেখলে এমন ঘটনা জানতে পারলে একজন নাগরিক হিসেবে আপনার কী করনীয়?

কাছের থানায় ঘটনাটি জানাতে পারেন অথবা হেল্পলাইন বা সহায়তা নাম্বরে ফোন করেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাতে পারেন।

শিশু নির্যাতনের তথ্য দেওয়ার হেল্পলাইন

১০৯

যে কেউ এই নাম্বারে ডায়াল করে নির্যাতনের তথ্য দিতে পারেন। হেল্পলাইন থেকে দ্রুতই নির্যাতনের শিকার শিশুকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে। নাম্বরটিতে ফোন করলে কোন কলচার্য কাটা হয় না এবং সপ্তাহে সাতদিন ২৪ ঘন্টাই এই সেবা পাওয়া যায়।

শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হলে বাংলাদেশ জাতীয় মানকাধিকার কমিশনের ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করেও অভিযোগ জানানো যায়। ওয়েব সাইটের ঠিকানা

http://www.nhrc.org.bd/hr.html

নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার অস্বচ্ছল শিশুর পরিবার বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে যোগাযোগ করুন

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
জাতীয় মহিলা সংস্থা ভবন
১৪৫ নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০
হটলাইন: ০১৭৬১২২২২২২-৪
ই-মেইল: info@nlaso.gov.bd

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়: ১/১ পাইওনিয়ার রোড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ০০৮৮-০২-৮৩৯১৯৭০-২,৮৩১৭১৮৫
ই-মেইল: mail@blast.org.bd

ব্লাস্ট হেল্পলাইন: ০১৭১৫ ২২০২২০